রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৮, ২০২৩

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, প্লট-ই, ১৪-এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/০৫ জুন ২০২৩

নং- ১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৮.২২-৬৩০।—স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের লক্ষ্যে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিতেছি।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল হালিম খান
উপসচিব (নিঃসঃওসঃ)।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা :

ভূমিকা : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। উক্ত নির্বাচনসমূহ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সর্বোত্তম স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাবমুক্ত এবং ভোটারদের ভোট প্রদানের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণের উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ :**

১.১ **সিটি কর্পোরেশন :** সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭ অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রেরণ করবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যেসব এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সেসব এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করবে এবং ভোটগ্রহণের তারিখে অন্যূন ২৫ দিন পূর্বে উক্ত চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেট প্রকাশ করবে।

১.২ **জেলা পরিষদ :** জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯নং আইন) এর ধারা ৪(১) এবং ১৪(১) এর অধীন বিভক্তিকৃত ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রের নাম জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৭ অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কমিশনের নিকট প্রেরণ করবেন এবং উক্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে যেসব এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সেসব এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তনক্রমে ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে চূড়ান্ত করবে।

১.৩ **উপজেলা পরিষদ :** উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ১০ অনুসারে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রেরণ করবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যেসব এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সেসব এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করবে এবং ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উক্ত চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

১.৪ পৌরসভা : পৌরসভা নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭ অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রেরণ করবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যেসব এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সেসব এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করবে এবং ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে উক্ত চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

১.৫ ইউনিয়ন পরিষদ : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭ অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যেসব এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সেসব এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপরিউক্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করবেন এবং উক্ত চূড়ান্ত তালিকার কপি ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ২৫(পঁচিশ) দিন পূর্বে স্থানীয়ভাবে নিজ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে প্রকাশ করবেন এবং একই সাথে চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করবেন।

১.৬ ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন : চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরও বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিশন যে কোন ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন করতে পারবে।

২। **সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক ভোটকেন্দ্র স্থাপন :** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭, জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৭, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ১০, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭ ও স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ অনুসারে এবং অত্র নীতিমালার ৩ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভোটকেন্দ্রের তালিকা সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে গিয়ে প্রস্তুত করবেন। ভোটগ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় মনিটরিং করবেন এবং উক্ত কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদন হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হবেন ।

৩। **ভোটকেন্দ্র স্থাপনে করণীয় :** নিম্নেবর্ণিত করণীয় অনুসরণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হবে :

ভোটকেন্দ্র স্থাপন :

৩.১ ভোটারের সংখ্যানুসারে ভোটকেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন : গড়ে ২০০০ (দুই হাজার) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং সাধারণভাবে ৪০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৩০০ (তিনশত) হতে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চশ) জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। তবে ইভিএম এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৩৫০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৩০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। উপনির্বাচনে একটি পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৫০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। উল্লেখ্য প্রত্যেকটি সাধারণ ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তবে বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

৩.২ যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান : ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে এরূপভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে—

(ক) ভোটার এলাকাগুলো যেন ভোটকেন্দ্রের সংলগ্ন ও সুনিবিড় হয় এবং দুটি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ৩ কিলোমিটারের অধিক না হয়;

(খ) কোন ভোটার এলাকার ভোটারগণকে যেন নিকটস্থ ভোটকেন্দ্র অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে গমন করতে না হয় এবং

(গ) একটি ভোটকেন্দ্রের অতি নিকটে যেন অন্য একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন না করা হয়।

৩.৩ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সাধারণ নির্দেশনা : নির্বাচনি এলাকাসমূহে ইতোমধ্যে অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও পুরোনো অনেক স্থাপনা সংস্কার করে কিংবা নিকটবর্তী নতুন স্থানে নতুন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদানের সুবিধাদি বিবেচনায় উল্লিখিত নতুন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যা, ভোটকক্ষের সংখ্যা, ভোটারদের যাতায়াতের সুবিধা, ভোটার এলাকাসমূহের নৈকট্য, আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এবং সর্বোপরি ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। বিগত নির্বাচনে যেসব ভোটকেন্দ্রে গোলযোগ বা নির্বাচনি পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে বা বর্তমানে কোন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রভাবাধীন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সতর্ক থাকতে হবে। বিগত নির্বাচনে ব্যবহৃত কেন্দ্রসমূহ ব্যবহার অনুপযোগী হলে বা পর্যাপ্ত কক্ষ না থাকলে বা যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকলে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। বিগত স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে যেসব প্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বহাল থাকলে পূর্বে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করাই উত্তম হবে।

৩.৪ বিলুপ্তির কারণে পরিবর্তিত কেন্দ্র নির্ধারণ : বিগত নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা নদী ভাঙ্গন বা অন্যবিধ কারণে বিলুপ্ত/ব্যবহার অনুপযোগী হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে অন্যত্র নতুন স্থাপনাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাব করা যাবে।

৩.৫ ভোটার বৃদ্ধির কারণে নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ : ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৬ সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন : ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সরকারি ভবনসমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও অন্যান্য অফিস ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, চৌহদ্দি, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.৭ প্রভাবাধীন বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন না করা : কোন অবস্থাতেই কোন প্রার্থীর প্রভাবাধীন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। তাছাড়া কবরস্থান, শ্মশান, হাটবাজার, সংকীর্ণ গলি- এরূপ স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না।

৩.৮ বিশেষ ক্ষেত্রে কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে কেন্দ্র স্থাপন : বিশেষ ক্ষেত্রে কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এবং ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ২০০০ (দুই হাজার) ভোটারের কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে;

৩.৯ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান পরিহার : যে সকল ব্যক্তি রাজনীতির সাথে অথবা নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব ভোটকেন্দ্র স্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান না থাকলে শর্তটি শিথিযোগ্য । সেক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ পর্যাপ্ত হতে হবে।

৩.১০ প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্থান উল্লেখসহ ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন : ভোটকেন্দ্র যে স্থানে/প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হবে সে স্থানের/প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্রের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নামের সাথে স্থানের নামও আবশ্যিকভাবে সংযোজিত ছকে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১১ অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপন : কোন স্থানে অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হলে উহার অবস্থান ও ভোটার এলাকার অবস্থান সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করলে এবং অস্থায়ী ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করলে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আলাদা প্রত্যয়ন দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের (যেখানে কোন স্থাপনা নাই) ভোটকক্ষকে পৃথকভাবে অস্থায়ী কক্ষ হিসেবে গণনায় আনা যাবে না। বিদ্যমান ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনে অস্থায়ী ভোটকক্ষ স্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রেরনের সময় কেন্দ্রের বিপরীতে অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩.১২ একই স্থাপনায় একাধিক কেন্দ্র স্থাপনে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার : একই স্থাপনায় বিভিন্ন শিফটে চালু একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র নং- ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

৩.১৩ পুরুষ ও মহিলাদের সুশৃংখলভাবে ভোটদানে নিশ্চয়তা বিধান : একই ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথক এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভোটপ্রদান করতে পারেন উহার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকক্ষ স্থাপন এবং মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোটকক্ষে প্রবেশ ও বাহির হতে পারেন উহা নিশ্চিত করত: ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে।

৩.১৪ শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন : শহর এলাকা অধিক ঘনবসতিপূর্ণ বিধায় পাশাপাশি একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। শহর এলাকায় যতদূর সম্ভব, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩.১৫ তালিকায় পুরুষ-মহিলার উল্লেখ : ভোটকেন্দ্রটি পুরুষ ভোটার, না মহিলা ভোটারের জন্য, নাকি উভয়ের জন্য তা আবশ্যিকভাবে সংযোজিত “ভোটকেন্দ্রের ছকের” মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৬ ভোটার এলাকার নাম ও ভোটার সংখ্যা : প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের নামের বিপরীতে উল্লিখিত প্রতিটি ভোটার এলাকার নাম উল্লেখ করতে হবে। ভোটার এলাকার নামের পার্শ্বে কতজন ভোটার উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবে উহার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা আলাদাভাবে দেখাতে হবে।

৩.১৭ বিভক্ত ভোটার এলাকার ভোটারের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করা : কোন ভোটার এলাকাকে বিভক্ত করে একাধিক ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারণ করা হলে ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বরগুলো ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভোটার তালিকায় কোন্ কোন্ ভোটারকে কোন্ কোন্ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভোট গ্রহণের দিন ভোটারগণ অযথা হয়রানী বা বিভ্রান্তির সম্মুখীন না হন। ভোটগ্রহণের দিন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সম্মুখে ও প্রবেশপথে একাধিক স্থানে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটার এলাকার নাম ও ভোটারের ক্রমিক নম্বর সহজে দৃশ্যমান হয় এমনভাবে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

৩.১৮ ভোটার সংখ্যার আধিক্য রয়েছে এমন ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া : ভোটার এলাকাসমূহের মধ্যে যে ভোটার এলাকায় ভোটার সংখ্যা অধিক এবং যেখানে সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩.১৯ প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, অসুস্থ ও মহিলা ভোটারদের সুবিধা বিবেচনায় রাখা : ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সময় প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ভোটার, অসুস্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা, মাতৃদুগ্ধদানকারী মায়েদের এবং তৃতীয় লিঙ্গাধারি (হিজরা) ভোটারদের ভোট প্রদানে অগ্রাধিকার আবশ্যিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.২০ প্রাপ্ত আপত্তি লিখিতভাবে নিষ্পত্তিকরণ : যদি কোন ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে কারো কোন লিখিত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তি থাকে তাহলে প্রাপ্ত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তিসমূহ সরেজমিনে যাচাই করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ভোটকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি অন্তে আবেদনকারীকে নিষ্পত্তিমূলক পত্র প্রদান করতে হবে।

ব্যতিক্রমসমূহ :

৩.২১ জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন : জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তবে বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পুরুষদের জন্য একটি এবং মহিলাদের জন্য একটি করে ভোটকক্ষ স্থাপন করতে হবে। তবে ভোটারের আধিক্য বিবেচনায় ভোটকক্ষ বাড়ানো যেতে পারে।

৩.২২ উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন : মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপজেলা সদরে একটি ভোটকেন্দ্র থাকবে, তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমত উপজেলা সদরে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অতিরিক্ত এক বা একাধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের নাম প্রেরণ করবেন।

৩.২৩ মহানগর/জেলা ও উপজেলা / থানা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি : উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ তাঁর আওতাধীন উপজেলা/জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত অবস্থা, কক্ষের সংখ্যা, স্থাপনার অবস্থান বা যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত থাকেন। অন্যদিকে পুলিশ সুপার, থানার অফিসার ইন-চার্জ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থাপনার যাতায়াত ব্যবস্থা ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নানাবিধ কার্যক্রমে মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেন। তাই উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে উক্ত অফিসারগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম অধিকতর সহজ ও সুষ্ঠু হবে। এসকল বিষয়াদি বিবেচনায় নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হল:

(ক) মহানগর/ জেলা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি :

১	জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
২	বিভাগীয় কমিশনারের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৫	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৭	সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা/থানা ভোটকেন্দ্র কমিটি :

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
২	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৪	অফিসার ইন-চার্জ	সদস্য
৫	উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৩.২৪ উপজেলা/ থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির সভায় খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা উপস্থাপন করবেন। খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা নিয়ে সভায় আলোচনা করত: সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করবেন। উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে সভায় আলোচনাক্রমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করবেন। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার উক্ত খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। অত:পর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত তালিকা মহানগর/ জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। মহানগর/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ দৈবচয়ন ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে তদন্ত করবেন এবং পরবর্তীতে সভায় মিলিত হয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবেন। উক্ত মতামতসহ খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। মহানগরীসমূহের ক্ষেত্রে থানা নির্বাচন অফিসার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা সরাসরি মহানগর/জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে মহানগর/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।

৩.২৫ **সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ :** স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা জনগণের পরিদর্শনের সুবিধার্থে পূর্বেই সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নোটিশ বোর্ডে এবং ইউনিয়ন পরিষদের অফিসের নোটিশ বোর্ডে (যদি থাকে) টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানোর পর কারও কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে যাচাই বাছাই করতঃ ভোটেকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা অনুসরণে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিপূর্বক লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩.২৬ **ভোটকেন্দ্রের তালিকায় ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর :** চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে সঠিকভাবে ভোটার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক প্রতি পৃষ্ঠায় সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর, পদবি ও সিল প্রদান করতে হবে।

৩.২৭ **ভোটকেন্দ্রের সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত ও প্রেরণ :** ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে একটি সার-সংক্ষেপ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উক্ত সার-সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের নাম, ওয়ার্ড সংখ্যা, সংরক্ষিত ওয়ার্ড সংখ্যা, মোট ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের সংখ্যা, পুরুষ ভোটার সংখ্যা, মহিলা ভোটার সংখ্যা, মোট ভোটার সংখ্যা এবং অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের সংখ্যা (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।

৩.২৮ **ভোটকেন্দ্রের তালিকা কমিশনে প্রেরণ :** উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আলোকে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক প্রতি পৃষ্ঠায় সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর, পদবি ও সিল প্রদানপূর্বক দুই প্রস্থ তালিকা বিশেষ বাহক মারফত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তবে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রের তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া উক্ত দুই প্রস্থ তালিকা (সিডি/ডিভিডিসহ) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা কোন অবস্থাতেই রদবদল করা যাবে না।

৩.২৯ ভোটকেন্দ্রের তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে :—

(ক) সিটি কর্পোরেশন :

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

সিটি কর্পোরেশনের নাম……………………………………

ক্রমিক সংখ্যা	ওয়ার্ড নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম এবং অবস্থান	ভোটকক্ষের (বুথের) সংখ্যা	যে সকল এলাকার/গ্রামের ভোটারগণ এ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন এবং ভোটার এলাকার ভোটার সংখ্যা (ভোটার এলাকা বিভক্ত হলে)		ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য (পুরুষ ও মহিলা ভোট কেন্দ্র)
				ভোটার এলাকার নাম ও ভোটার সংখ্যা	যে সকল ক্ষেত্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বিভক্ত ভোটার এলাকার ভোটারদের ক্রমিক সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

সার-সংক্ষেপ

মোট সাধারণ ওয়ার্ড সংখ্যা :

মোট সংরক্ষিত ওয়ার্ড সংখ্যা :

মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :

মোট ভোটকক্ষের সংখ্যা :

অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা (যদি থাকে) :

অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা (যদি থাকে) :

ভোটার সংখ্যা: পুরুষ :

মহিলা :

মোট :

(…………………তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত ভোটার সংখ্যা)

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

(খ) জেলা পরিষদ :

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

জেলা পরিষদের নাম..............................

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা পরিষদের ওয়ার্ড নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম এবং অবস্থান	ভোটকক্ষের (বুথের) সংখ্যা	যে সকল এলাকার ভোটারগণ এ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন	ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
					পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

সার-সংক্ষেপ

মোট সাধারণ ওয়ার্ডের সংখ্যা :

মোট সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সংখ্যা :

সংরক্ষিত ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা : (১)........ (২)........ (৩)....... (৪)....... (৫).......

মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :

মোট ভোটকক্ষের সংখ্যা :

ভোটার সংখ্যা :

পুরুষ :

মহিলা :

মোট :

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

(গ) উপজেলা পরিষদ :

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

উপজেলার নাম ....

জেলার নাম ....

ক্রমিক সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম এবং অবস্থান	ভোটকক্ষের (পোলিং বুথের) সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এ ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবেন (ভোটার এলাকার নাম)			প্রতিটি কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/মহল্লা/ রাস্তার নাম	যে সকল কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)	৬

ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ....

ভোটকেন্দ্রের তথ্য সম্বলিত

সার-সংক্ষেপ

উপজেলার নাম	পৌরসভার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা			ভোটকক্ষের সংখ্যা			মোট ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(ক+খ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(ক+খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

(ঘ) পৌরসভা নির্বাচন :

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

পৌরসভার নাম ....

ক্রমিক সংখ্যা	ওয়ার্ড নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম এবং অবস্থান	ভোটকক্ষের (বুথের) সংখ্যা	যে সকল এলাকার/গ্রামের ভোটারগণ এ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন এবং ভোটার এলাকার ভোটার সংখ্যা (ভোটার এলাকা বিভক্ত হলে)		ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য (পুরুষ ও মহিলা ভোটকেন্দ্র)
				ভোটার এলাকার নাম ও ভোটার সংখ্যা	যে সকল ক্ষেত্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বিভক্ত ভোটার এলাকার ভোটারদের ক্রমিক সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

সার-সংক্ষেপ

মোট সাধারণ ওয়ার্ডের সংখ্যা :

মোট সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সংখ্যা :

মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :

মোট ভোটকক্ষের সংখ্যা :

অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা (যদি থাকে) :

অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা (যদি থাকে)

ভোটার সংখ্যা

পুরুষ :

মহিলা :

মোট :

(.................................... তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত ভোটার সংখ্যা)।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন :

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

জেলার নাম.........................উপজেলার নাম........................

ইউনিয়ন পরিষদের নাম.......................................

ক্রমিক সংখ্যা	ওয়ার্ড নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম এবং অবস্থান	ভোটকক্ষের (বুথের) সংখ্যা	যে সকল এলাকার/গ্রামের ভোটারগণ এ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন। ভোটার এলাকার ভোটার সংখ্যা (ভোটার এলাকা বিভক্ত হলে)		ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য (পুরুষ ও মহিলা ভোটকেন্দ্র)
				ভোটার এলাকার নাম ও ভোটার সংখ্যা	যে সকল ক্ষেত্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বিভক্ত ভোটার এলাকার ভোটারদের ক্রমিক সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

সার-সংক্ষেপ

মোট সাধারণ ওয়ার্ডের সংখ্যা :

মোট সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সংখ্যা :

সংরক্ষিত ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা : (ক) সংরক্ষিত আসন নং-০১......................

(খ) সংরক্ষিত আসন নং-০২......................

(গ) সংরক্ষিত আসন নং-০৩......................

মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :

মোট ভোটকক্ষের সংখ্যা :

অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা (যদি থাকে) :

অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা (যদি থাকে)

ভোটার সংখ্যা

পুরুষ :

মহিলা :

মোট - :

(.. কৃত হালনাগাদ ভোটার সংখ্যা)।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

৪। EMS **সফটওয়্যারে ভোটকেন্দ্রের তথ্য এন্ট্রি ও তালিকা মুদ্রণ :**

ভোটকেন্দ্রের তথ্য

(ক) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রেরণের জন্য Election Management System (EMS)-এ Poling Center Management System (PCMS) Module এর মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের তথ্য এন্ট্রি করতে হবে। এর জন্য উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে। উক্ত ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের EMS সফটওয়্যারে লগইন করলে "ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা" নামক একটি মেনু দেখা যাবে।

(খ) উক্ত মেনুতে ক্লিক করলে তার জন্য নির্ধারিত নির্বাচন অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের তথ্য এন্ট্রি করা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভোটকেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ পূর্বেই ডাটাবেজ এ এন্ট্রি রয়েছে। তবে, প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কোন নতুন প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত হলে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে ভোটকেন্দ্রের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য এন্ট্রি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তন করতে হবে।

(গ) ভোটকেন্দ্রের তথ্য এন্ট্রি করার সময় একটি কেন্দ্রে কোন কোন ভোটার এলাকার ভোটার ভোট প্রদান করবেন তা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ভোটার এলাকা নির্ধারণ করার সময় উক্ত ভোটার এলাকায় ভোটার সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে EMS এর ডাটাবেজ হতে দেখাবে। এভাবে সকল ভোটকেন্দ্রের তথ্য প্রদান করতে হবে। তারপর ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রিন্ট করা যাবে।

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd